স্পট : রাঙামাটি

‘প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার’

প্রকৃতির এত বৈচিত্রতা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। পুরো দেশই এমন। রাঙামাটিতে এলে এটা আরও বেশি সত্য। বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন এলাকা রাঙামাটি, বান্দরবান, ঝুলন্ত সেতু পার্বত্য এলাকা অশান্ত থাকায় এতদিন পর্যটকরা তা প্রাণভরে দেখতে পায়নি। শান্তিচুক্তি হবার পর অবস্থা বদলেছে। সরকারি উদ্যোগে অসংখ্য পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠছে। প্রচুর পর্যটকও যাচ্ছে বেড়াতে, আপনিও ঘুরে আসুন... লিখেছেন **আসাদুর রহমান** ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

সকাল ৬.০০ : চারদিকে ঘন কুয়াশা। সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাইক্রোবাসের ড্রাইভার হেড লাইট জ্বালিয়ে দিলেন। চট্টগ্রাম থেকে ছুটলেন রাঙ্গামাটির পথে। চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি হাইওয়েতে সন্ধ্যা ছ'টার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের টহল উঠিয়ে নেয়। যে কারণে সন্ধ্যার পর যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল করে না। বিষয়টি জানা না থাকায় আমরা গতকাল চট্টগ্রামে আটকা পড়ি।

৭.০০: আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ। আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলছে। দলের মোট সদস্য ১১ জন। এনামুল হক ও মাহবুবা পান্না দু'জনই সরকারি কর্মকর্তা, তাছাড়া ব্যবসায়ী আশরাফুল করিম ও মেহেদি মাহমুদ ছাড়াও এ দলে রয়েছে ৪টি শিশু। গাড়ির যাত্রীদের অধিকাংশ ঘুমোচ্ছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ফটোগ্রাফারও ঘুম থেকে বাদ পড়েনি।

৭.৪৫ : রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজ। টিলার ওপর সার্কিট হাউজটি। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাপ্তাই লেক। সার্কিট হাউজের পূর্ব দিকে লেক ও পাহাড় এ যেন প্রকৃতির অপূর্ব সমন্বয়। পাশেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ‘দুঃসাহসিক পনেরো’ ট্রেনিং ক্যাম্প। ঘুম জড়ানো চোখে রওনা হলাম পর্যটন ডিয়ার পার্কের উদ্দেশে। এখানেই রয়েছে রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত সেতু।

৮.১৫: পর্যটন ডিয়ার পার্কের পথ আমাদের অজানা। সার্কিট হাউজের কর্মচারীদের মুখে শুনেছি এখানকার সেনাবাহিনী সদস্যরা পর্যটকদের প্রতি খুবই যত্নশীল। কথাটির প্রমাণ পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। দুঃসাহসিক পনেরো-এর বেশ কয়েকজন সদস্য আমাদের পথ চেনাতে সাহায্য করলো। এরা জানালো এখান থেকে পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। স্কুটারে মাথাপিছু খরচ ১০ টাকা। তবে স্কুটার রিজার্ভ নিলে খরচ পড়ে ৫০ টাকা।

৮.৩০ : স্কুটার এগিয়ে চলছে ডিয়ার পার্কের উদ্দেশে। উঁচু-নিচু, আঁকাবাঁকা পথ, চালক অয়ন চাকমার বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। রাঙ্গামাটি শহরে এখনও কোনো রিকশা বা যাত্রীবাহী ভ্যান চোখে পড়েনি। অয়ন চাকমা জানালো, এই পাহাড়ি পথে রিকশা চালানো

প্রকৃতি ও প্রেম দুইই সুন্দর, ডিয়ার পার্কে দু'জন

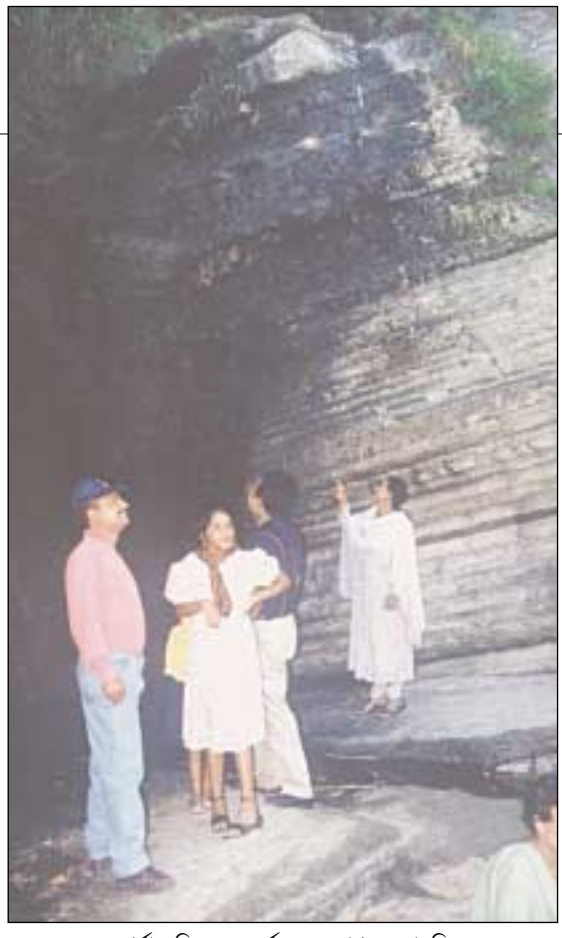

ঝর্ণা শুকিয়েছে, দর্শকদের আগ্রহ শুকায়নি

সম্ভব নয়। সেজন্যেই রাঙ্গামাটি একটি রিকশাহীন শহর।

৯.০০ : আধ ঘন্টার স্কুটার যাত্রা শেষে পৌঁছালাম পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স। কুয়াশা কেটে গেলেও আকাশ মেঘলা। পর্যটকদের খুব একটা চোখে পড়ছে না। অডিটরিয়াম পার হয়ে পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স এলাকা। পর্যটনের এলাকায় ঢুকতেই হাতের বাঁয়ে পড়লো পর্যটনের রেস্ট হাউজ এবং রেস্তোরাঁ। কিছুদূর এগুতেই পর্যটন ডিয়ার পার্কের প্রবেশ পথ। জনপ্রতি ৫ টাকা টিকিট কেটে দর্শনার্থীরা পার্কে প্রবেশ করছেন। কয়েকটি টিলা নিয়ে ডিয়ার পার্কটি গড়ে উঠেছে। পার্কটির মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে কাপ্তাই লেক। লেকের ওপর দু-টিলার মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে ঝুলন্ত সেতু।

১১.০০ : ডিয়ার পার্ক, ২/৩ জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা ঘুরছে। কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে এরা রাঙ্গামাটির স্থায়ী বাসিন্দা। আদিবাসী একটি জোড়াও রয়েছে। 'ভাই বোটে ঘুরবেন' পাশ থেকে আমাদের লক্ষ্য করে একজন বলে উঠলো। ঘুরে তাকালাম। শীতের মধ্যে লুঙ্গি আর পাতলা টি শার্ট গায়ে এক মধ্যবয়সী দাঁড়িয়ে আছেন। নাম নাসির উদ্দিন। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নাসির উদ্দিন আমাদের লেকের পানির কাছাকাছি নিয়ে গেলেন। এটি একটি ছোট নৌঘাট। তবে দেখে বোঝা যাচ্ছে এটি কোনো অনুমোদিত ঘাট নয়। নাসির উদ্দিন জানালেন, তার বোট পর্যটন অনুমোদিত নয়। ঘন্টা প্রতি ১৫ টাকা হারে পর্যটনকে টাকা দিয়ে তিনি এই ব্যবসা করেন।

১১.২০ : রাঙ্গামাটিতে পর্যটকদের আগমন এবছর একেবারেই কম। বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে। বর্তমানে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তিন বিদেশী অপহরণ পর্যটকদের ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়। আঞ্চলিক উচ্চারণে কথাগুলো বলছিলেন দেওয়ানপাড়ার বাসিন্দা প্রগতি চাকমা। শান্তিচুক্তির পরও কেন অপহরণের মতো এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে জানতে চাইলে প্রগতি চাকমা বললেন, চুক্তির ৮ ও ২৬ ধারায় সে পয়েন্টগুলো রয়েছে তা মানা হচ্ছে না। প্রথমে আমাদের দাবি ছিল ১৪ দফা। বাদ দিতে দিতে তা ছয় দফায় ঠেকেছে। সেটারও বাস্তবায়ন নেই।

কাপ্তাই লেকে বিকেলের সোনা রোদ, অপূর্ব!

১১.৩০ : ডিয়ার পার্কটিতে পর্যটকদের খাওয়া-দাওয়া বা বিশ্রামের কোনো সুবিধা নেই। ছড়িয়ে- ছিটিয়ে বসে থাকা হকাররা পর্যটকদের খাবার সরবরাহের একমাত্র অবলম্বন। এই হকারদেরও কর্তৃপক্ষ কিছুদিন পর উঠিয়ে দেয়। পার্কের অভ্যন্তরে পর্যটনের গড়ে তোলা একমাত্র বিশ্রামাগারটি বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। '৯১ সাল থেকে এটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বলে জানালেন এলাকার লোকজন।

১২.০০: পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের রেস্টুরেন্টে বসে। ব্যবস্থাপক জানালেন, ২৪.৫২ একর জায়গার ওপর গড়ে ওঠা ডিয়ার পার্ক পর্যটন কেন্দ্রটিতে বিদেশী অপহরণের পর পর্যটকদের আগমন একেবারের কমে গেছে। আর বিদেশী পর্যটক নেই বললেই চলে।

: বিদেশী পর্যটকদের আগমন কম কেন?

: বর্তমানে রাঙ্গামাটি শহর অথবা পর্যটন এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। এসব এলাকায় কোনো ঝুঁকি নেই। কিন্তু এই এলাকাগুলোতে ঘুরতে আসা বিদেশী পর্যটকদের বিভিন্ন ঝামেলা পোহাতে হয়। তাদের প্রথমে পুলিশের কাছে ইনফর্ম করতে হয়। বেড়াতে বের হলে ডিসি, এসপির অনুমতির প্রয়োজন হয়। এত ঝামেলার পর তারা যখন ঘুরতে বের হয় তখন তাদের পেছনে পুলিশ গার্ড থাকে সব সময়। এতে ট্যুরিস্টরা বিব্রতবোধ করে।

: কোন কোন স্থানে নিরাপত্তার সমস্যা রয়েছে?

: ভেতরের দিকে নিরাপত্তার কিছু সমস্যা রয়েছে, যেমন বরকল, নানিয়ার চর। এইদিকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিদেশী ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করে। কিন্তু এই জায়গাগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তেমন জোরদার নয়।

১২.৩০ : পর্যটন নৌযান ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছি। ঘাটের কাছে অন্যান্য নৌযানের সঙ্গে জেলার জেলা প্রশাসকের বোটটিও বাঁধা আছে। বোটে বসে আছে দলের অন্য সদস্যরা। বোটে বসে থাকা জাতীয় সংসদের সহকারী সচিব এনামুল হক ডিসির প্রশংসা করে বললেন, তিনি পর্যটকদের প্রতি খুবই যত্নশীল। দলের সদস্যদের বেড়ানোর জন্যে তিনি শুধু তার বোটই ছেড়ে দেননি, রাঙ্গামাটির বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে তার অফিস থেকে একজন গাইডও দিয়ে দিয়েছেন। গাইড নিত্য লাল চাকমার সঙ্গে কথা হলো। তিনি নিজ থেকেই কাপ্তাই লেকের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন। কাপ্তাই লেকের বুক বেয়ে আমাদের বোট সোজা পূর্ব দিকে ছুটে চললো।

১.০০ : হাতের ডান দিকে রাঙ্গামাটির জেলা

প্রশাসকের বাংলো। বাংলোর সামনে দীর্ঘ জেটি। বিশাল লেক। লেকের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ইঞ্জিনচালিত বোট, বৈঠার নৌকা, পাল তোলা সাম্পান। ইঞ্জিন চালিত বোটগুলো জনগণের চলাচলে ব্যবহৃত হচ্ছে, ছোট ছোট নৌকাগুলো জাল পাততে ব্যস্ত। আমাদের বোটের চালক জানালো এই সময়টিতে জেলেরা লেকের বুকে বিশাল বিশাল জাল পাতে, এরপর কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম তারপর আবার জাল তোলার কাজ শুরু হয়।

১.১৫ : সামনে একটি ছোট্ট দ্বীপ। দ্বীপটি আয়তনে তেমন দীর্ঘকায় না হলেও এর ছোট্ট একটি লেজ রয়েছে। দ্বীপটি দূর থেকে সেগুন বাগানের মতো লাগছে। আর একটু এগুতেই চোখে পড়লো কতগুলো ছোট্ট ছোট্ট কুটির। বাঁশ আর কাঠের তৈরি এই কুটিরগুলো রাঙ্গামাটির পাহাড়িদের বাড়ির আদলে তৈরি করা। দ্বীপটি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমাদের গাইড বললেন, এর নাম হলিডে ব্লাস 'পেদা টিং টিং'। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মনিষ দেওয়ান এবং প্রাক্তন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই সেগুন বাগিচা গড়ে উঠেছে। এখানে একটি উন্নতমানের রেস্টুরেন্ট রয়েছে। মাচাং ঘরগুলোতে কোন বিছানা নেই। মাটিতে চাদর বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা করা হয়। এখানকার টয়লেটগুলোও উন্নতমানের। প্রতিটি কুটিরে রয়েছে ২টি করে কামরা। প্রতি কামরায় রয়েছে ২টি করে বিছানা। প্রতিটি কুটির ১ হতে দেড় হাজার টাকা ভাড়া।

১.৩০ : পেদা টিং টিং হাতের বাঁয়ে রেখে সুবলং এলাকায় ঝর্নাগুলোর দিকে এগিয়ে চলছি। ঝর্না দেখাতে আমাদের বোট এখন পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে চলছে। আমাদের গাইড জানালেন, সুবলং এলাকাতেই প্রথম কাপ্তাই বাঁধ দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। গাইড নিত্য লাল চাকমা জানালেন, শীতের সময় এই এলাকার সব ঝর্না শুকিয়ে যায়। বর্ষায় এই ঝর্নাগুলো তাদের প্রাণ ফিরে পায়। ভরা বর্ষায় এই ঝর্নার ধারা ছোট বড় সবাইকে মুগ্ধ করে।

২.০০ : দু'ধারের সবুজ পাহাড়ের মাঝে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বোট এগিয়ে চলছে। প্রায় প্রতিটি পাহাড়ে দীর্ঘ কলাগাছের সারি। গাইড চিৎকার করে বলে উঠলো 'ভালোভাবে পাহাড়গুলো লক্ষ্য করুন। হরিণ দেখা যেতে পারে'। বোটের প্রত্যেকের চোখ তখন পাহাড়ের গায়ে আটকে গেছে। কেউই পাহাড় থেকে চোখ সরাতে চাচ্ছে না। তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে যেন একটি ভাষা 'যে করেই হোক একটি হরিণ দেখতেই হবে'।

২.৩০ : বোট সুবলং বিনোদন কেন্দ্রের নৌঘাটে এসে থামলো। সুবলং পাহাড়ের গায়ে একটি গ্রাম গড়ে উঠেছে। এই গ্রামে পর্যটকদের জন্যে রয়েছে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা। গ্রামের বাজারটিতে সব ধরনের খাবার দাবার পাওয়া যায়। বাজারে রয়েছে বেশ কয়েকটি হোটেল। হোটেলগুলোতে সরবরাহকৃত খাবার মান-সম্পন্ন। বেশ কয়েকজন দেশী পর্যটক হোটেলগুলোতে বসে খাওয়া-দাওয়া করছেন।

রাজবন বিহার পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয়

২.৪৫ : পাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা সুবলং বিনোদন কেন্দ্র 'উইন্টার গার্ডেন' বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুঃসাহসিক পনেরো রেজিমেন্টের অধীনে গড়ে উঠেছে। এই রেজিমেন্টের সদস্যরা এখানে একটি খাবারের দোকান গড়ে তুলেছেন। দোকানটিতে কর্মরত সার্জেন্ট হামিদ জানালেন, সেনাবাহিনীর সদস্যরা এখানে কিছু কটেজ গড়ে তুলছেন। প্রতিটি কটেজে থাকবে ২টি রুম আর ১টি বাথরুম। কটেজ তৈরির কাজ শেষ। আগামী কিছুদিনের মধ্যে এই কটেজগুলো পর্যটকদের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। প্রতিটি কটেজের ভাড়া থাকবে ৫০০ টাকা।

৩.৪০ : আধঘন্টার কাপ্তাই লেক যাত্রা। পৌঁছে গেলাম রাজবন বিহারে। রাজবন বিহারে ঢুকতেই একটি খালি জায়গা চোখে পড়লো। জায়গাটির চারদিক টিনের চালা দিয়ে ঘেরা। আকৃতি অনেকটা মাছের আড়তের মত। চারদিকে তুলা আর সুতা ছড়িয়ে আছে। আমাদের গাইড জানালেন কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে এখানে কাপড় তৈরি করে সাধকদের দান করা হয়।

৪.০০ : রাজবন বিহার অতিথিশালা। আধুনিক ধারায় গড়ে তোলা এই রেস্ট হাউজটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের। অতিথি-শালার সাম-নের বিশাল মাঠটিতে ছেলে মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে বসে আছে। প্রত্যেকের হাতে মোমবাতি আর দেয়াশলাই। রাঙ্গামাটি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র রবিন সরকার জানালেন, সন্ধ্যার পর এই মোমবাতি জ্বালানো হবে। বুদ্ধের প্রতি দান হিসেবে তারা মোমবাতি জ্বালান। বন বিহারে প্যাগোডাগুলোর বুদ্ধের মূর্তির আকৃতিগুলো ভিন্ন। বিভিন্নজন বিভিন্ন মূর্তির সামনে তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। এ বিষয়ে রবিন জানালেন, ধর্ম একই কিন্তু এখানকার লোকজন বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী তাদের ধর্ম পালন করেন। যেমন চাইনিজ, থ্যাইল্যান্ড, বার্মিজ ধারা। ধারা অনুযায়ী প্রার্থনার ধরন ভিন্ন হয়।

৮.০০ : সার্কিট হাউজ থেকে ডিসির বাংলো ১০ কি.মি পথ। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আমরা ডিসির বাংলোর বারান্দায় বসে কথা হলো ডিসি জাফর আহমেদ খানের সঙ্গে।

: দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আগমন বাড়াতে আপনারা কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

: পর্যটকের আগমন বাড়াতে এই এলাকায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার। পর্যটকদের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সব দলগুলোর একটি ঐকমতে পৌঁছাতে হবে যেন ট্যুরিস্টরা কোনো প্রকার হামলার শিকার না হয়। এর জন্য পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রুপকে ট্যুরিস্টদের ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। এতে দলগুলোর বাড়তি আয় হবে, অন্যদিকে ট্যুরিষ্টরা থাকবে নিরাপদে। যেমন পেদা টিং টিং। পাহাড়ি জনগণ দিয়ে এ ধরনের আরো কিছু ট্যুরিস্ট স্পট গড়ে তোলা যেতে পারে।

উদ্বোধনের অপেক্ষায় 'উইন্টার গার্ডেন'